17

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...3-1 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ...

ভর্তির উৎকণ্ঠাঃ আসন শূন্য

রাজধানীর 'ভাল' স্কুলগুলোতে অন্যান্যবারের তুলনায় এবার ভর্তি সমস্যা আরও তীব্র হবে বলে জানা গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছেঃ প্রাপ্ত আবেদনপত্রের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগকেও এসব স্কুল আসন দিতে পারবে না। নামী-দামী স্কুলগুলোতে ভর্তির এই সমস্যা মোটেই নতুন নয় এবং এবার যদি এ সমস্যা আরও প্রকট হয়, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভাল স্কুলগুলোতে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তির জন্য চেষ্টা করবেন এবং সে কারণে স্কুলগুলোতে প্রচুর ভিড় হবে, এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলোঃ ভাল নামাংকিত নয় এমন সব স্কুলের অবস্থা কি? উল্লেখিত খবরে এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আমাদের জানা মতে, রাজধানীতে স্কুলের সংখ্যা মোটেই অল্প-স্বল্প নয়। শত শত স্কুলের মধ্যে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল ভাল স্কুল নামে খ্যাত। বাকী স্কুলগুলো 'ভাল নয়'। অতীতে আমরা দেখেছি, ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য প্রচুর চাপ কিন্তু 'ভাল নয়' স্কুলগুলোতে আসনের তুলনায় আবেদনপত্রের সংখ্যা দুঃখজনকভাবে কম। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়েছে বা হবে বলে মনে হয় না। রাজধানীতে ছাত্র-ছাত্রীর ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমরা ভর্তি সমস্যার সুরাহার ব্যাপার ইতিপূর্বে যে সব সুপারিশ পেশ করেছি তার মধ্যে স্কুলগুলোতে একাধিক শিফট চালু করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা জানতে পেরেছি, বেশকিছু স্কুলে দ্বিতীয় শিফট চালু করা হয়েছে। তারপরও সমস্যা বলতে গেলে যেখানে ছিল এখনও সেখানেই আছে। কাজেই আরও স্কুলে দ্বিতীয় শিফট খোলা উচিত। আমরা আমাদের সুপারিশে রাজধানীর 'ভাল নয়' স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ ও মানের উন্নয়নের ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছি। এই সুপারিশের পেছনে আমাদের বক্তব্য ছিলঃ রাজধানীর সকল স্কুলে লেখাপড়ার পরিবেশ ও মান যদি উৎসাহজনক এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয় তবে ভাল স্কুলগুলোতে যেমন আসন সংখ্যার অতিরিক্ত আবেদনপত্র নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে না, তেমনি অন্যান্য স্কুলে আসন খালি থাকার পরিস্থিতিও দেখা দেবে না। এটা হলে ভাল বলে নির্দিষ্ট কতিপয় স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তির জন্য অভিভাবকদের যে 'ক্রেজ' তৈরী হয়েছে তার অবসান ঘটবে। তারা খুব সংগত ও স্বাভাবিক কারণেই কাছাকাছি ও সুবিধাজনক স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তির ব্যবস্থা করে অহেতুক মানসিক 'টেনশন' থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন। আর ভর্তি সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। আমরা আরও বলেছিঃ এরপরও যদি ভর্তি সমস্যার অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে তবে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজও রাজধানীর সকল স্কুলের লেখাপড়ার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের জন্য কার্যকর কোন পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি, ফলে ভর্তি সমস্যারও সুরাহা হয়নি বা হচ্ছে না। সমস্যা যেভাবে প্রতি বছর আরও প্রকট হয়ে উঠছে তাতে আমরা আবারও বলব, 'ভাল নয়' স্কুলগুলোতে সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং লেখাপড়ার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। এছাড়া ভর্তি সমস্যার সমাধানের আপাততঃ কোন সুযোগ নেই। রাজধানীর স্কুলগুলোতে যখন এই দ্বিমুখী বাস্তবতা বিরাজ করছে, তখন রাজধানীর বাইরের স্কুলগুলোর অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রকাশিত খবরা-খবর থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলো থেকে ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া ছাড়ছে এবং স্কুল ত্যাগ করছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবর মোতাবেক, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় নানা কারণে বিশেষভাবে কঠিন পাঠ্যক্রম, জটিল পাঠদান পদ্ধতি এবং এই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণে ১১ লাখ ১৫ হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মেয়েদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার কর্মসূচী বাস্তবায়ন এখন গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় স্কুল টিকিয়ে রাখা এবং স্কুলের কল্যাণে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের মধ্যে পৌঁছে দেয়া ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। জাতীয় অর্থ ব্যয় হবে, নামে কর্মসূচী থাকবে অথচ দেশ ও দেশের মানুষের তাতে প্রত্যাশিত উপকার হবে না, এ বাস্তবতা মেনে নেয়া যায় না। কাজেই প্রতিটি স্কুল যাতে সচল থাকে, ছাত্র-ছাত্রীদের কলকণ্ঠে মুখর থাকে এবং সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া শিখে যাতে 'মানুষ' হতে পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। এটাই আমরা আশা করি।